R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD– 4

আলমারী, চেয়ার এবং
যাবতীয় ষ্টীল সরঞ্জাম বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
অনুমোদিত বিক্রেতা ঃ ষ্টিলকো
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাংক
অনুমোদিত)
ফোন ঃ ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৬শ বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৪০৬ সাল।
৯ই জুন, ১৯৯৯ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

পুরসভার ঘাটগুলির ডাক কমলেও বাড়লো মাশুল, জুলুমে জেরবার সাধারণ মানুষ

বিশেষ প্রতিবেদন ঃ বর্তমান বছরে জঙ্গীপুর পুরসভার অধীন ও পরিচালনাধীন সদর ফেরীঘাট ও এনায়েতনগর ডোমপাড়া ফেরীঘাটের গত বছরের তুলনায় সাড়ে চার লাখ টাকা কমে বার্ষিক ইজারা পেয়েছেন জঙ্গীপুরের মুন্দ্রা পরিবারের জগদীশ মুন্দ্রা। অপরদিকে চলতি বছর ঘাট পারাপারের জন্য যাত্রীদের মাথাপিছু ও সাইকেলসহ ২০ পয়সা করে বেশী দিতে হবে। পুরপতি আমাদের জানিয়েছেন ঘাটের ইজারা নিয়ে গত ১২ ফেব্রুয়ারী '৯৯ জারি করা বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে গত মার্চে তিনবার বৈঠক ও ঘাট নিলামের আয়োজন করা হয়। গত বছর বার্ষিক ১৫ লাখ টাকা পর্যন্ত নিলাম ডাক ওঠে। এবারে প্রথম থেকেই ডাক না ওঠায় শেষ পর্যন্ত বার্ষিক সাড়ে দশ লাখ টাকায় দুটি ঘাটের ডাক চূড়ান্ত করা হয়। কিন্তু যেহেতু পারাপারের মাশুল বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ডাকের আগে নির্ধারিত করতে হয় তাই পুরসভা আগেই সেটা বাড়িয়েছিল। ঘাটের ডাকের সঙ্গে ভাড়ার কোনো সম্পর্ক নেই বলে পুরপতি দাবী করেছেন। ডাক কমার কারণ হিসাবে পুরপতির বক্তব্য—বর্তমান বছরে ব্রিজের কারণে গাড়ী চলাচল কমে আসছে। এবার ঘাট নেওয়া মানেই লোকসান। বছরে ২০ লক্ষ টাকা জলে ফেলে দেওয়া বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। এবছর গত ১৮ মার্চ ডাক ওঠে পাঁচ লাখ, ২২ মার্চ সাত লাখ ও পরে ৩১ মার্চ তা ১০ লক্ষ ৫০ হাজারে দাঁড়ায়। ঘাট বন্টনে রাজনৈতিক দলবাজীর অভিযোগের উত্তরে তিনি বলেন পুরসভার কংগ্রেসী কাউন্সিলার ডালিম মির্জার বাবা জয়নাল আবেদিন দীর্ঘদিন মুন্দ্রা পরিবারের ঘাট ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। এদিকে ঘাটে বিজ্ঞপ্তি নির্ধারিত কোনো নিয়মকানুন মানা হয় না বলে ভুক্তভোগীদের অভিযোগের প্রসঙ্গে তিনি জানান এ বিষয়ে কোনো লিখিত নালিশ পেলে তিনি ব্যবস্থা নেবেন। কিন্তু এ ধরনের কোনো অভিযোগ তিনি পাননি। তবে যে কোন ঘাটেই সাধারণ নৌকা মানুষ প্রতি ৩০ পয়সা ও সাইকেলসহ ৪০ পয়সা করে আদায় করছে। (৩য় পৃষ্ঠায়)

শিক্ষার নামে প্রহসন নয় কি

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার গত ১৪-১৫ মে বহিঃ মূল্যায়ন নামে দ্বিতীয় শ্রেণীর বাংলা ও অংক পরীক্ষা নেয়। প্রত্যেকটি প্রাইমারীর হেডমাষ্টারকে সি আই অফিস থেকে প্রশ্নপত্র আনতে হয়। দু' দিনের খরচ বাবদ কনটিজেন্সী ত্রিশ টাকা দেওয়া হয়। প্রত্যেক স্কুলের হেডমাষ্টার নিজের স্কুলে পরীক্ষায় সহযোগিতা করেন নজরদার শিক্ষকদের। প্রত্যেক স্কুলেই পৃথক স্কুল থেকে দু'-একজন শিক্ষক পরীক্ষা নিতে আসেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় ৪১টি সারকেল অফিসার এই পরীক্ষা পরিচালনা করেন। প্রশ্নপত্রেই উত্তর দিতে হয়। পরবর্তীতে ট্রাবুলেশন সিটে ০-১০, ১০-২০, ২০-৩০ ছাত্র সংখ্যার উত্তর দেখে শতকরা হিসাবে নম্বর দিতে হয়। প্রশ্নপত্র খোলা হয় সকাল ৬-৩০ টায়, পরীক্ষা শুরু ৭ টায়। এ যেন বিয়ের থেকে বাজনা বেশী।

নয়া খেজুরতলা বস্তির দিকে পুলিশ-প্রশাসন একটু দৃষ্টি দিন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় সম্প্রতি খুন, রেল ডাকাতি, বাস ছিনতাই বেড়েছে। এতে সাধারণ মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত। এই সব এলাকার মধ্যে রঘুনাথগঞ্জ ১ ব্লকের ৩৪নং জাতীয় সড়ক সংলগ্ন ঘোড়শালা, উমরপুর ছাড়াও বর্তমানে নয়া খেজুরতলা বস্তি দুষ্কৃতীদের স্বর্গরাজ্য বললে ভুল হবে না। খবরে প্রকাশ, ওখানকার কয়েকজন দুষ্কৃতী আশপাশ এলাকায় নিয়মিত নানা (শেষ পৃষ্ঠায়)

মহিলা প্রধানরা অফিসে যান না তাঁদের স্বামীরাই কাজ চালান

সাগরদীঘি ঃ এই ব্লকের যে সব গ্রাম পঞ্চায়েতে সাধারণ বা তপশীল মহিলা প্রধান আছেন তাঁরা কোন দিনই পঞ্চায়েত অফিসে যান না। তাঁদের স্বামীরা পঞ্চায়েত সভ্য না হয়েও বকলমে প্রধানের কাজ চালাচ্ছেন। এমনকি প্রধানের সহিও তাঁরাই করছেন। এই পরিস্থিতিতে প্রধানের অফিসে নিযুক্ত কর্মীরাও নিয়মিত অফিসে আসেন না। (শেষ পৃষ্ঠায়)

প্রকাশ্য রাস্তায় যুবকের মৃতদেহ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১ জুন ভোরে ধুলিয়ান সংলগ্ন রতনপুর নতুন ডাকবাংলোয় চৌধুরী পেট্রোল পাম্পের কাছে জাতীয় সড়কের উপর এক যুবকের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। মৃতদেহের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন ছিল। মাথাটাও থ্যাতলানো। প্রকাশ্য রাস্তায় মৃতদেহ পড়ে থাকায় বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে। ফলে যানবাহন (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৫শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৪০৬ সাল।

॥ সীমান্তে সংঘর্ষ ॥

জম্মু-কাশ্মীরের কয়েকটি স্থান জুড়িয়া পাক জঙ্গি অনুপ্রবেশকারী হানাদারদের সঙ্গে ভারতীয় জওয়ানদের যে সংঘর্ষ কয়েকদিন ধরিয়া চলিতেছে, তাহাকে প্রকারান্তরে যুদ্ধই বলা যায়। কারগিল, দ্রাস ও বাতালিক সেকটরগুলিতে জোর লড়াই চলিতেছে। অবশ্য যদিও এই লড়াই পাক জঙ্গি অনুপ্রবেশকারী হানাদারদের বিতাড়নজনিত সংঘর্ষ আখ্যা লাভ করিতেছে, তথাপি ইহা বর্তমানে এক অঘোষিত যুদ্ধের রূপ লইয়াছে এবং এই যুদ্ধে পাক-আফগান-জঙ্গি বাহিনী এক পক্ষে, অপর পক্ষে ভারতীয় বি এস এফ ও জওয়ান বাহিনী।

অবস্থানের দিক দিয়া শত্রুপক্ষ সুবিধাজনক জায়গায় রহিয়াছে। তাহারা পাহাড়ের উপরে ঘাঁটি গাড়িয়া সেখান হইতে আক্রমণ চালাইতেছে। ভারতীয় বাহিনীকে নিম্নদেশ হইতে পাল্টা আক্রমণ চালাইতে হইতেছে। ভারতীয় গোলন্দাজবাহিনী, পদাতিকবাহিনী ও বিমানবাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণ 'অপারেশন বিজয়' নামে চলিতেছে। খবরে প্রকাশ, ভারতীয় জওয়ানেরা জোর কদমে লড়াই চালাইয়া যাইতেছে। ভারতের দুইটি বিমান ও একটি হেলিকপটার ধ্বংস হইয়াছে। পাক জঙ্গিদের প্রচুর হতাহত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে লাহোর চুক্তি অনুসারে যে নিয়ন্ত্রণরেখা চিহ্নিত হয়, তাহা পাকিস্তান বর্তমানে স্বীকার করিতেছে না। বিষয়টি পৃথিবীর অনেক দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। আমেরিকা এইজন্য পাকিস্তানের তীব্র সমালোচনা করিতেছে এবং নিয়ন্ত্রণরেখা মানিয়া চলিতে পাকিস্তানকে জানাইয়া দিয়াছে। বস্তুতঃ পাক জঙ্গি অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ন্ত্রণরেখা পার হইয়া ভারতীয় এলাকায় প্রবেশ করাইয়া সেই সব অঞ্চল ভারতের নয়—পাকিস্তানের এই মনোভাব ভারত মানিতে পারে না। কারগিল অঞ্চলের উচ্চ পার্বত্যস্থান হইতে পাক অনুপ্রবেশকারীদের সরাইয়া লইবার জন্য ভারত পাকিস্তানকে বলিয়াছে। পাকিস্তান তাহাতে সাড়া না দিলে ভারতকে অন্য পথ অবলম্বন করিতে হইবে।

কারগিলের উচ্চ পার্বত্যস্থানে পাকিস্তান যে ঘাঁটি বানাইয়াছে, তাহা এক দিনে হয় নাই। ভারতীয় সামরিক গোয়েন্দাবাহিনীর ইহার সন্ধান পাওয়া উচিত ছিল। তাহা হইলে ভারতীয় বাহিনীকে অসুবিধাজনক অবস্থায় লড়াই চালাইতে হইত না। উভয় দেশের বিদেশমন্ত্রী পর্যায়ের যে আলোচনা হইবার কথা, তাহা অনুপ্রবেশকারীরা হটিয়া না যাওয়া পর্যন্ত সম্ভব নয় বলিয়া ভারত মনে করে।

কারগিল, বাতালিক, দ্রাস প্রভৃতি অঞ্চলকে শত্রুমুক্ত করিতে ভারতীয় জওয়ানেরা বদ্ধপরিকর। সুতরাং পাকিস্তানের শুভবুদ্ধির উদয় না হওয়া পর্যন্ত এই লড়াইয়ের গতিপ্রকৃতি কী হইবে, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে।

॥ কালুদা প্রয়াত ॥

মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

কালুদা (বিশ্বনাথ দাস) চলে গেলেন। তিনি পীতাম্বর সাহা, হীরালাল চন্দ্র (আলুদা), বৃন্দাবনবিহারী দত্ত (ফেলুদা), ইন্দ্রশেখর ধর (গাবুদা), সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় (নতুদা), অবসরপ্রাপ্ত মেজর শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (বিল্লিদা)-দের সহপাঠী ছিলেন। কালুদা আমার এক ক্লাস সিনিয়র।

আমরা সবাই জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। তখন এখানে এইটিই একমাত্র ছেলেদের উচ্চ বিদ্যালয় ছিল। যতদূর স্মরণ হয়, কালুদা যখন অষ্টম শ্রেণীতে পড়তেন, সেই সময় অসীম ভট্টাচার্য্য নামে একটি ছাত্রী তাঁর সহপাঠী হিসেবে এখানে আসেন। তিনি ছিলেন এখানকার সেকেণ্ড অফিসার অনুভূতি ভট্টাচার্য্যের মধ্যম পুত্র। কালুদা এবং অসীমদা—এই জুটি কিংবদন্তী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। উভয়েই লেখাপড়ায় ছিলেন খুবই মেধাবী। উভয়ের মধ্যে পড়াশোনার ব্যাপারে যেমন তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হত, বন্ধুত্বও তেমনি ছিল অভিন্ন। আমাদের আলাপ-আলোচনায় একজনের নাম উঠলে অপরজনও আলোচ্য হতেন। শিক্ষকদেরও 'কালু-অসীম' অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। তবে পড়াশোনার বাইরেও কালুদা'র আরও কিছু দিক ছিল। তাঁর পরিচ্ছদের একটা পারিপাট্য লক্ষণীয় ছিল। বরাবরই মার্জিত-সংস্কৃতি নিয়ে তিনি চলতেন। বিদ্যালয়ের এই উজ্জ্বলরত্নটি নানা কারণে উচ্চশিক্ষালাভে ব্যর্থ হন। আবৃত্তি, নাটকাভিনয় প্রভৃতিতে যথেষ্ট কুশলী ছিলেন। পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়, সদ্যপ্রয়াত বিশ্বপতি চট্টোপাধ্যায়, কালুদা প্রভৃতি যে সব নাটক করতেন, তা উপভোগ্য হত। কালুদা'র সাহেবী অভিনয়, ইংরেজী ও ইঙ্গ-বঙ্গ উচ্চারণ আকর্ষণীয় ছিল। তাঁর বাটারফ্লাই গোঁফবিশিষ্ট হিটলারের বেশভূষায় অভিনয় মনে রাখবার মত ছিল।

এর পর বেশ কিছু বছর আমাদের মধ্যে যোগাযোগ ছিল না। কর্মসূত্রে এখানে থাকার সুবাদে আমাদের উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা আবার গড়ে ওঠে। তাঁর দোকানে গিয়ে প্রায় গল্পগুজব করতাম। কথাবার্তার মাঝে গ্রাহকদের দেখাশোনা করতেন। যাঁরা বরাবর কেনাকাটা করতেন, তাঁদের নাম একটা খাতায় লেখা থাকত। কোনও দিন কেউ কিছু কিনে ধার হিসেবে রাখলে তা সেই খাতায় মূল্যসহ জিনিসের নাম লেখা থাকত। যেদিন ধার শোধ করা হত, সেই তালিকা করে লেখা অংশটি সুন্দরভাবে লালকালি দিয়ে নক্সা করে কেটে দিতেন। দেখেছি, কথায়, চলায়, লেখায় তাঁর শৈল্পিক রুচিবোধ ফুটে উঠত। তাঁর হস্তাক্ষর সুন্দর ছিল ; ইংরেজী মুসাবিদাও ছিল যথেষ্ট উন্নত ধরনের। 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকা তাঁর খুব প্রিয় সংবাদপত্র ছিল। ব্যবসায়ে অত্যন্ত সৎ ছিলেন তিনি। তাঁর জনৈক ব্যবসায়ী বন্ধু তাঁকে বলতেন, "তুই এত সৎ আর সরলমনের হয়ে ব্যবসা চালাতে পারবিনা।" ভবিষ্যদ্বাণী এত নির্মম সত্য হবে, ভাবা যায় না।

(৩য় পৃষ্ঠায়)

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

বিশ্বপতি চট্টোপাধ্যায় প্রসঙ্গে

জঙ্গীপুর সংবাদে শ্রদ্ধেয় বিশ্বপতি চট্টোপাধ্যায়—মশায়ের মৃত্যু সংবাদ পড়লাম। সংবাদ অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছে মনে করেই আমার এই প্রতিবেদন। বিশ্বপতিদা দীর্ঘদিন আর, এস, পির সক্রিয় কর্মী ছিলেন। পরে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি দলের অনুরাগী ছিলেন। বর্তমান দলের প্রথম শ্রেণীর নেতারা রঘুনাথগঞ্জ এলেই তাঁর সাথে দেখা করতেন। বিশ্বপতিদা বড় খেলোয়ার ছিলেন। তাঁকে ম্যাকেঞ্জী থেকে শুরু করে মহকুমার অনেক মাঠেই আমরা ফুটবল খেলতে দেখেছি। তিনি "হাফে" খেলতেন। তিনি ভালো ব্যাডমিন্টন খেলোয়ারও ছিলেন। আমরা বাসন্তীতলায় তাঁকে বার বার প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে দেখেছি এবং সফল প্রতিযোগী বলে পুরস্কৃত করেছি। এক সময় তিনি নিজে উদ্যোগ নিয়ে তাঁর বাড়ির সামনের মাঠে ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতারও ব্যবস্থা করেছেন। তাতে যাঁরা অংশ নিয়েছেন তাঁদের অনেকেই আজও জীবিত।

পশুপতি চক্রবর্ত্তী/জঙ্গিপুর

মুর্শিদাবাদ জেলা পরিবহন কর্মচারী কংগ্রেসের কর্মীসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৩০ মে বিকেলে মুর্শিদাবাদ জেলা পরিবহন কর্মচারী কংগ্রেসের ডাকে শ্রীকান্তবাটী হাই স্কুলে এক কর্মীসভা হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি কালু সেখ বলেন আগামী লোকসভা নির্বাচনে যে প্রার্থীই আসুক না কেন পার্টির স্বার্থে কংগ্রেসী সংগঠন বাড়াতে হবে। তার জের টেনে কালু আরও বলেন—বিদ্যুৎ ও স্বাস্থ্য দপ্তরের অরাজকতা এলাকাবাসী ও তার সংগঠনকে অনুরূপভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। হাসপাতালে চিকিৎসা হয় না। অপারেশন দীর্ঘদিন বন্ধ। নামমাত্র হাসপাতাল ইমারত নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অন্যদিকে বিদ্যুৎ বিভাগের কাজকর্ম নজিরবিহীন। ঘুষ ছাড়া কোন কাজ ভাবা যায় না। ইলেকট্রিক লাইনের জন্য ৯৪ সালের কোটেশন জমা হয়ে থাকলেও কানেকশন পায়নি। অথচ ৯৭, ৯৮ সালের কানেকশন হচ্ছে। তাছাড়া এলাকায় যেভাবে সিপিএমের সন্ত্রাস বেড়েছে তা অসহনীয়। যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সবাইকে তার মোকাবিলা করতে হবে। এছাড়া অশোক সাহা, গোলাম মোস্তফা, বিমল রায় প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

ঘোষণাপত্র

আমি গত ইং ৭/৪/৯৩ তারিখে জঙ্গীপুর A. D. S. R. অফিসের Book IV 16নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার অনুজ ভ্রাতা প্রবীরকুমার সাহাকে আমার পক্ষে বৈধ আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলাম। কিন্তু বর্তমানে উক্ত আমমোক্তার রাখার কোন প্রয়োজন না থাকায় অদ্য ইং ৪/৬/৯৯ তারিখে পূর্বোক্ত অফিসের IV 33নং আমমোক্তার রহিতকরণ দলিলমূলে উক্ত Book IV 16নং আমমোক্তারনামা বাতিল করিলাম।

৪/৬/৯৯ তৃপ্তি সাহা, সাং রঘুনাথপুর

ন্যাশানাল থারমাল পাওয়ার কর্পোরেশন লিঃ

এনটীপীসী NTPC

ফরাক্কা সুপার থারমাল পাওয়ার ষ্টেশন

পোঃ নবারুণ, জেলা মুর্শিদাবাদ

বিজ্ঞপ্তি

সর্বসাধারণের স্বার্থে জানান যাইতেছে যে, এন টি পি সি-র বিদ্যুৎবাহী তার অথবা খুঁটি হইতে হুকিং পদ্ধতির সাহায্যে বিদ্যুৎচুরি অত্যন্ত বিপদজনক এবং চরম বেআইনী। ইহাতে শারীরিক ও সম্পত্তিসংক্রান্ত ক্ষতি ও বিনাশ ঘটিতে পারে।

যে কেহ এইরূপে কার্যে লিপ্ত থাকিলে ভারতীয় বৈদ্যুতিক আইন ও ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুসারে বিদ্যুৎচুরির দায়ে অভিযুক্ত হইবেন।

ফোন ঃ ৬৬৮০৮/৬৪৫৭৩

মেসার্স সি, সি, এণ্টারপ্রাইজ

জে, কে, টায়ার কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার

(এখানে জে, কে, টায়ার কোম্পানীর বাস, ট্রাক ও সকলপ্রকার যানবাহনের টায়ার বিক্রয় করা হয়)

অফিস ঃ নূতন বাসষ্ট্যান্ডের নিকট মুর্শিদাবাদ জেলা বাস মালিক সমিতির পার্শ্বে দেবীরতন চক্রবর্তীর বাড়ীর নীচে।

কালুদা প্রয়াত (২য় পৃষ্ঠার পর)

আগাগোড়া একটি নিপাট ভাল মানুষ, মার্জিত রুচি ও উচ্চ সংস্কৃতির অধিকারী, শিল্প-সুষমায় মণ্ডিত মানসিকতার লোক চলে গেলেন। জীবনের শেষভাগে যথেষ্ট মনোবেদনাও পেয়েছিলেন বলে শুনেছি। তাঁর শোকার্ত পরিজনবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি এবং বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি।

জুলুমে জেরবার সাধারণ মানুষ (১ম পৃষ্ঠার পর)

সঙ্গে সামান্য মাল থাকলেই মাঝি ও ইজারাদারের জুলুম আরও বাড়ে। ভর দুপুরে বা সামান্য দুর্যোগ দেখা দিলেই মাঝিদের পোয়াবারো। পুরসভার নির্দ্ধারিত ভাড়াকে তোয়াক্কা না করেই আদায় হয় তিন থেকে চারগুণ বেশী পয়সা। অন্যদিকে গাড়ীঘাটের স্পীডবোটে মানুষ প্রতি ৪০ পয়সা ও সাইকেলসহ মানুষ ৬০ পয়সা করে আদায় হচ্ছে। আর প্রতি ট্রিপে মোট যাত্রী তোলার নিয়মকানুন কতটা মানা হবে তার দেখভালের দায়িত্বে খোদ বোট মালিক বা চালকই থাকেন। এদিকে প্রতিবেদকসহ পুর শহরের জনগণের সাধারণ অভিজ্ঞতা বিজ্ঞপ্তি নির্ধারিত শর্ত যেমন সদরঘাটে একটি বড় নৌকাসহ মোট চারটি নৌকা ও গাড়ীঘাটে একটি ষ্টিলবোট, দুটি জোড়সী নৌকা, মানুষ ও পশু পারাপারের জন্য ৫টি নৌকা সমেত মোট এগারোটি নৌকা প্রতিদিন সকাল ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত ও রাতে অন্তত দুটি নৌকার ব্যবস্থা কখনই মানা হয় না। এমনকি পারানির তালিকা নিয়মানুসারে প্রকাশ্যে টাঙ্গানোর ব্যবস্থাও মানা হয় না। সে কারণেই ধান সমেত বস্তা পারাপারের সময় নির্ধারিত ১৩০ টাকার পরিবর্তে ইজারাদার নানা ধরনের বাড়তি টাকা আদায় করে। গাড়ীঘাটে নিয়ম না মেনে স্পিডবোটে বেশী লোক পারাপার তো নিয়মিত ঘটনা। এ বিষয়ে স্থানীয় বিরোধী দলগুলির কয়েকবার লোক দেখানো প্রতিবাদ ছাড়া সন্দেহজনক নীরবতাও লক্ষণীয়। বিশেষ করে পুরসভার কংগ্রেসী পুর প্রতিনিধিদের এ বিষয়ে ভূমিকা নিয়েও অনেকে প্রশ্ন তুলছেন।

ঘোষণাপত্র

এতদ্দ্বারা সকলের জ্ঞাতার্থে জানাইতেছি যে আমি গত ইং ৩/৪/৯৮ তারিখে মোঃ আবদুল লতিফ, নোটারী (মুর্শিদাবাদ অধীনস্থ) মহাশয়ের অফিসে ১১২৩নং অথেন্‌টিকেটেড আমমোক্তারনামা মূলে আমার নাতি সোহরাব হোসেন, পিতা আমির হামজা, সাং ডিহিগ্রাম, থানা সুতী, জেলা মুর্শিদাবাদকে সুতী থানার দফাহাট মৌজার আর এস ২৭৬ খতিয়ানভুক্ত, আর এস ৯৩৩নং দাগের ৫৯ শতক সম্পত্তি দেখাশুনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও বিক্রয় করিবার যে ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছিলাম তাহা গত ইং ৬/৭/৯৮ তারিখে আমার দ্বারা সম্পাদিত ও উক্ত নোটারী মহাশয়ের অফিসে অথেনটিকেটেড করা ২৩৮৮নং আমমোক্তারনামা রহিতকরণ দলিল মূলে বাতিল ও রদ করিয়া দিয়াছি। কেহ উক্ত ৩/৪/৯৮ তারিখের ১১২৩নং অথেন্‌টিকেটেড আমমোক্তারনামা মূলে উক্ত সম্পত্তি সোহরাব আলির নিকট হইতে খরিদ করিলে তাহা স্বত্ব দুর্বলতাহেতু বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। ইহা সকলের জ্ঞাতার্থে জানাইলাম। ইতি—

গ্রাম ডিহিগ্রাম — নুরজাহান বিবি

থানা সুতী, জেলা মুর্শিদাবাদ — স্বামী মৃত ইয়াকুব বিশ্বাস

Wanted applications from pref. trnd. B. A./ B. SC. (Hons. in Geog.) candidates in the post of a deputation vacancy upto 15. 5. 2000. Apply to the Secretary, Sekhalipur High School, P. O. Sekhalipur, Dt. Murshidabad, Via Lalgola, Pin 742148 by 23. 6. 99 with 3 sets of xerox copies of all documents & testimonials.

প্রকাশ্য দিবালোকে ফুলতলা থেকে মোটর সাইকেল চুরি

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২৮ মে সকাল ৯-৩০ নাগাদ শহরের সব থেকে ব্যস্ত এলাকা ফুলতলা মোড় থেকে মোটর সাইকেল চুরির ঘটনা রঘুনাথগঞ্জের মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে। খবর, সুজাপুরের সারিফুল ইসলাম প্রতিদিনের মতো মোটর সাইকেল থেকে নেমে গাড়িটি ধীরেন ঘোষের বারান্দায় রেখে সবে দোকান খুলে বসেছেন। হঠাৎ অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তি গাড়ীটি ঘুরিয়ে নিয়ে ষ্টার্ট দিয়ে পশ্চিম মুখে উধাও। মোটর সাইকেলের আওয়াজে সারিফুল দোকান থেকে বার হয়ে দেখেন তাঁর মোটর সাইকেলটি নিয়ে একজন চলে যাচ্ছে। অন্য একটি গাড়ী নিয়ে পিছু ধাওয়া করলেও তাঁর গাড়ীর আর হদিস করতে পারেননি। মাস দু'য়েক আগে কেনা বাজাজ সাহাজাদা গাড়ীটিতে তখনও নম্বর পড়েনি। এর আগে ২০ মে রাতে রঘুনাথগঞ্জ লাগোয়া গোপালনগরে অশোক সিনহার বাড়ীর গ্রিলের দরজা ভেঙে সুজুকী সামুরায় মোটর সাইকেলটিও দুষ্কৃতীরা নিয়ে গেছে। দু'টা চুরির ঘটনা থানায় জানানো হলেও একটিরও এখন পর্যন্ত হদিস মেলেনি।

তাঁদের স্বামীরাই কাজ চালান (১ম পৃষ্ঠার পর)

এর ফলে সাধারণ মানুষ অসুবিধায় পড়েছেন। অফিসে গিয়ে অযথা তাঁরা হয়রান হচ্ছেন। এর প্রতিবাদে সম্প্রতি মনিগ্রাম অঞ্চল কংগ্রেস কয়েকশো লোক নিয়ে প্রধানের অফিসে ডেপুটেশন দেয়। তাদের প্রধান দাবী ছিল প্রধান ও নিযুক্ত কর্মচারীদের নিয়মিত অফিসে আসতে হবে, অঞ্চলের পানীয় জলের অভাব দূর করতে অবিলম্বে অকেজো টিউবওয়েলগুলো চালু করতে হবে।

প্রকাশ্য রাস্তায় যুবকের মৃতদেহ (১ম পৃষ্ঠার পর)

চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ এসে মৃতদেহটি সরিয়ে নিয়ে যায়। জানা যায় মৃতদেহটি হাউসনগর গ্রামের নূর ইসলামের (২২)। তিনি বিড়ি পাতার ব্যবসা করতেন। ৩১ মে সন্ধ্যেয় বাড়ী থেকে বার হয়ে আর ফেরেননি। এই হত্যার কারণ সম্বন্ধে পুলিশ এখন পর্যন্ত কোন কিনারা করতে পারেনি বা কেউ ধরা পড়েনি।

পুলিশ-প্রশাসন একটু দৃষ্টি দিন (১ম পৃষ্ঠার পর)

ধরনের অসামাজিক কাজ কর্ম চালাচ্ছে। স্থানীয় কেউ কেউ প্রতিবাদ করলে তারা প্রাণনাশের হুমকী দিতেও দ্বিধা করে না। বোমা বেঁধে বিক্রিও এদের জীবিকার আর একটা দিক। সম্প্রতি মিঞাপুরে জলি ষ্টোরে ও শিবনারায়ণ বাসে ডাকাতির সঙ্গেও এরা প্রত্যক্ষ জড়িত ছিল বলে জানা যায়।

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ নিয়োজিত

অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক

রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ★ মুর্শিদাবাদ

(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক—ডাঃ সাহা

ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাবলু, টি), এফ. ডাবলু. টি (আই. আর. সি. এস)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনষ্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্স্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার 'কানের ভলুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

কার্ডস ফেয়ার

এখানে সবরকমের কার্ড পাওয়া যায়।

রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১

রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেণ্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ★ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিণ্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

বিশেষ সরকারী ছাড় ১০%

সততাই আমাদের মূলধন

জয়ন্ত বাঘিড়া
সভাপতি

ধনঞ্জয় কাদিয়া
ম্যানেজার

অচিন্ত্য মনিয়া
সম্পাদক

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।